বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন
সদর দপ্তর: ২২২/খ, মালিবাগ (২য় তলা), ফ্ল্যাট # সি-২
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ, ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৭৩৫৩
সেল: +৮৮-০১৮৪৩৬৪৩৭২৫, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-২২২২২৩৫০১
ই-মেইলঃ bhrc.nhq@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.bhrc-bd.org

BANGLADESH HUMAN RIGHTS COMMISSION
Headquarters: 222/Kha, Malibag (1st Floor), Flat # C-2
Dhaka-1217, Bangladesh, Tel: 88-02-48317353
Cell: +88-01843643725, Fax: +88-02-222223501
E-mail: bhrc.nhq@gmail.com, Website: www.bhrc-bd.org

BHRC Affiliated by: UN OHCHR GOB USA ICJ OMCT ACHPR

তারিখঃ ২৫/০১/২০২৪ইং

মানবাধিকার কর্মীদের আবেদন

বরাবর
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় শেরে বাংলা নগর
ঢাকা।

বিষয়: হাজার হাজার মানবাধিকার কর্মীদের আবেদন - NHRC কে ব্যাবহার করে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন- BHRC এর শত শত মানবাধিকার কর্মীর ওপর অমানবিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হয়রানীর সাথে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তপূর্বক জরুরি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন- BHRC এর পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম এবং শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-NHRC দেশে র বৃহত্তর ও পুরাতন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন - BHRC" এর শত শত মানবাধিকার কর্মীর উপর অমানবিক-নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সহ ১০ টি দেশ-বিদেশের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে BHRC বিগত ৩৬ বছরের অধিককাল দেশ ও বহি:বিশ্বের লক্ষ লক্ষ অসহায় ও নির্যাতিত মানষুকে বিনামল্যে আইনগত সহায়তা করে আসছে। গত ১১ জুন ২০২৩ NHRC চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নির্দেশে বিনা কারণে NHRC কর্মী আখতারুজ্জামান এর দায়েরকৃত একটি ভুয়া, মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় BHRC এবং IHRC'র এর INTERNATIONAL SECRETARY GENERAL সিনিয়র মানবাধিকার কর্মী বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. সাইফুল ইসলাম দিলদার সহ ঢাকার মালিবাগের সদর দপ্তরে কর্মরত সাতজন মানবাধিকার কর্মী কে কর্মরত অবস্থায় যৌথভাবে আটক করে তেজগাঁও থানায় নিয়ে যায়। গ্রেপ্তার এর কারণ দেখানো হয় আগষ্ঠ ২০২৩ মাসে লন্ডনে সম্ভাব্য একটি মানবাধিকার কনফারেন্স এর একটি Facebook বিজ্ঞপ্তি। যেখানে কনফারেন্সই হয়নি সেখানে মানব পাচার মামলা দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? NHRC এবং পুলিশ মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা BHRC এর সদর দপ্তরে বেআইনি ভাবে তালা লাগিয়ে দেয়। পুলিশ BHRC Secretary General এর ব্যক্তি মালিকানা ও পারিবারিক ব্যবহৃত দটি গাড়ি ও তিনটি কম্পিউটারে র সিপিইউ সিজ করে নিয়ে যায়। সিজ ছাড়াও BHRC কর্মী দের ব্যবহারীক বেশকিছু মোবাইল ফোন, লাইসেন্স কৃত কয়েকসেট ওকিটকি, জাতীয় পরিচয় পত্র, বিভিন্ন শিক্ষাগত সার্টিফিকেটের মূল কপি, টাকা সহ জিনিসপত্র নিয়ে যায়। যেখানে কনফারেন্সই হয়নি সেখানে মানব পাচারের মামলা কি ভাবে হয়?

পুলিশ মানবাধিকার কর্মীদের ৪৮ ঘন্টা বে-আইনি ভাবে আটক রেখে আদালতে হাজির না করে সরাসরি কারাগারে পাঠিয়ে দেয়, তিন মাসের বেশি কারাগারে আটক থাকার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে মুক্তি পায়। জামিনের জন্য মানবাধিকার কর্মীদের আইনজীবীরা বারবার নিম্ন আদালতে সুনানী করলে ও NHRC এর বর্তমান চেয়ারম্যান মানবাধিকার লংঘনকারী ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সরাসরি হস্তক্ষেপে সরকারি পদকে বে-আইনি ব্যবহার করে মানবাধিকার কর্মীদের জামিনের বাধা প্রদান করা হয়। আদালত NHRC'র চেয়ারম্যানের চাপে জামিন দিতে পারেননি। NHRC'র চেয়ারম্যানের পদ সুপ্রীম কোর্টের এপীলেট ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সম মর্জাদায় সুবিধা ভোগ করলেও বর্তমান চেয়ারম্যান বিচারপতি নন। একজন মাননীয় বিচারপতি এই পদে থাকলে অবশ্যই তিনি ব্যক্তি প্রতি হিংসা চরিতার্থ করতেন না বা মিথ্যা মামলাদায়ের করে কাউকে হয়রানি করতেন না। NHRC চেয়ারম্যান সারা বাংলাদেশে মানবাধিকার কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী কায়দায় আতংক সৃষ্টি করে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি পুলিশের মাধ্যমে সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নির্যাতনের আশ্রয় নেন। NHRC এর চেয়ারম্যান এবং তার অধিভুক্ত কর্মকর্তারা সারাদেশের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারদের পত্র দিয়ে বিব্রত করছে যে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনকে বাতিল করে দিয়েছে, যেখানে কমিশন শব্দ নিয়ে তিনটি পৃথক রিট পিটিশন উচ্চ আদালতে বিচারাধীন তথা শুনানি অব্যাহত রয়েছে সেখানে এধনের উস্কানি মূলক পত্র দেয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রচেষ্টা ও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে BHRCই NHRC কে প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের তিনটি সভার রেজিলিউশনে NHRC প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে BHRC এর নাম উল্লেখ রয়েছে। ২০০৯ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার দপ্তরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা NHRC এর অনমুমোদনের কথা ঘোষণা দেন। প্রধান উপদেষ্টা NHRC এর অনমুমোদনের পাশাপাশি BHRC কে বেসরকারি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনমুমোদন দিয়েছেন। BHRC এর তৎকালীন চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম সাদেক সভায় BHRC'র পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন।

"BHRC এবং NHRC এর মধ্যে নামের কোন মিল নেই, লোগোর কোন মিল নেই এবং কাজেরও কোন মিল নেই।" তবে কেন BHRC এর কর্মীদের ওপর এই নিষ্ঠুর নির্যাতন।

BHRC এর নাম নিয়ে বর্তমান NHRC এর চেয়ারম্যান নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে BHRC এর দইুটি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সরাসরি চেষ্টা করেন। BHRC ইতিমধ্যে মহামান্য হাইকোর্টে পৃথক তিনটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র প্রতি হত করার চেষ্টা করছে। NHRC এর চেয়ারম্যান পুলিশকে ব্যবহার করে সারাদেশের হাজার হাজার মানবাধিকার কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা অব্যাহত রেখেছেন।অসংখ্য মানবাধিকার কর্মীকে পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরে ডেকে এনে নির্যাতন করার অভিযোগও রয়েছে। BHRC এর লক্ষ লক্ষ মানবাধিকার কর্মীর মধ্যে বেশির ভাগই সরকারের সহেযাগী শক্তি হিসেবে কাজ করছে, তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত। BHRC মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করছে, তারা অনেকেই সরকারি দলেরও সমর্থক ও সদস্য। যারা NHRC প্রতিষ্ঠা করেছে সেই প্রতিষ্ঠানকেই মানবাধিকার লঙঘনকারী ড: কামাল উদ্দিনের ন্যায় ব্যক্তিগণ এদেশে কাজ করতে দেবেন না বলে হুমকি প্রদর্শন করছেন, এ কেমন অঙ্গীকার? BHRC ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অতি জরুরি। BHRC সরকারের নিকট ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করছে। সরকারের নিকট আবেদন **বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের বাঁচান**।

NHRC চেয়ারম্যান মানবাধিকার লংঘনকারী ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ১১ জুন ২০২৩ পুলিশকে অনৈতিক ভাবে ব্যবহার করে BHRC সেক্রেটারি জেনারেল ড. সাইফুল ইসলাম দিলদার সহ অফিসে কর্মরত ৭জন কর্মচারীকে বিনা কারণে গ্রেফতার এবং গ্রেফতার পরবর্তী যেসকল মানবাধিকার লংঘনের কাজ করেছেন নিম্মে তা দেয়া হলো:

১. অবৈধভাবে BHRC অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়, যা তিন মাসের অধিক সময়ের পর তা খোলা হয়

২. BHRC সেক্রেটারি জেনারেলের পরিবারের ওপর এমন ভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে যাতে করে তারা ৩ মাসের অধিক সময় বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়।

৩. BHRC'র সারা বাংলাদেশের সহস্র কর্মীর বাড়িতে পুলিশ গিয়ে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি করে যাতে করে মানবাধিকার কর্মীগণ সহ তাদের পরিবারের সদস্যরা নিজ নিজ বসতবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

৪. BHRC সেক্রেটারি জেনারেলকে দুই দফা ডিবি পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসা বাদের নামে তার সামনে বিভিন্ন অঞ্চলের BHRC'র মানবাধিকার কর্মীদের এনে নির্যাতন চালায় এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে অনেককে ছেড়ে দেয় এবং অনেককে কারাগারে বিনা কারণে প্রেরণ করে।

৫. BHRC'র মানবাধিকার কর্মীদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় পুলিশ এবং ডিবি পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন-নিপীড়ন এবং নগদ টাকা আদায় করে।

৬. BHRC'র সরকার অনুমোধিত গঠনতন্ত্রে নিজ নিজ যান বাহন তথা গাড়িতে BHRC'র লোগো এবং ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড ব্যবহারের অনুমোদন থাকলেও পুলিশ BHRC'র সেক্রেটারি জেনারেলের দুইটি ব্যবরিত গাড়ি আটক করে ডিবি পুলিশ তাদের দপ্তরে আজোবদি আটকে রাখে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে BHRC'র মানবাধিকার কর্মীদের গাড়ি আটক করে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে।

৭. BHRC'র সেক্রেটারি জেনারেলের গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর গ্রামের নিজ বসতবাড়িতে NHRC'র সহযোগী দুর্বৃত্তদের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত জোর দখল করে রাখে।

৮. BHRC'র সদর দপ্তর সহ সারা দেশের মানবাধিকার কর্মীগণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গেলে NHRC পুলিশের সহায়তায় তাদের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করছে, হুমকি প্রদর্শন করছে এবং গ্রেফতারের ভয় দেখাচ্ছে।

৯. BHRC বাংলাদেশের শীর্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান হয় সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রথম তালিকায় BHRC'র নাম থাকলেও পরবর্তীতে মানবাধিকার লংঘনকারী NHRC'র চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে BHRC'র নাম বাদ দেয়া হয়।
১০. বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন-BHRC থেকে কমিশন বাদ দেয়ার NHRC'র ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থাকার পরও উচ্চ আদালতের আদেশকে উপেক্ষা করে স্থানীয় প্রশাসনের নিকট BHRCকে বাদ দেয়া হয়েছে এমন মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

এমতাবস্থায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন - NHRC কে ব্যাবহার করে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন- BHRC'র শত শত মানবাধিকার কর্মীর ওপর অমানবিক-নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানীর সাথে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তপূর্বক জরুরি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বিনীত নিবেদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. সাইফুল ইসলাম দিলদার
প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি জেনারেল - BHRC এবং
International Human Rights Commission- IHRC

তারিখঃ ২৫/০১/২০২৪ইং

অবগতি ও প্রয়জনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেওয়া হলো:

১. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
২. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
৩. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
৪. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
৫. সকল মাননীয় সংসদ সদস্য বৃন্দ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
৬. সকল সচিব মহোদয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৭. সেনা বাহিনী প্রধান, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৮. নৌ বাহিনী প্রধান, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা
৯. বিমান বাহিনী প্রধান, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা
১০. মহা পরিচালক, ডিজিএফআই, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

Bangladesh Human Rights Commission-BHRC is one of the largest Non-Government Voluntary International human rights and peace bodies in Intercontinental & Asian Region working against torture and for the preservation promotion and upholding of human rights/peace with over two thousand branches and over three lac human rights activists working in home and abroad. BHRC registered by the Government of Bangladesh and established in 1987 as per charter of UN bill of rights.

প্রিয় মানবতাবাদী মানবাধিকার লিডার,

আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত পত্রটি আপনি নিজে এবং আপনার কমিটির সকল সদস্য মানবাধিকার কর্মীদের পৃথক পৃথক ভাবে পত্রটি পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

ধন্যবাদান্তে-

সেক্রেটারি জেনারেল